আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭

'Mountains under Pressure : climate, hunger, migration'

(ঝুঁকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১১ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পঞ্চম বারের মতো জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। পার্বত্য এলাকার অধিবাসীসহ দিবস উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও মানুষের অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে বিশ্বব্যাপী পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়-ঝঞ্জা অন্যদিকে বৃক্ষনিধনের মাধ্যমে বন উজাড়; দুইয়ের প্রভাবে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা আজ হুমকির মুখে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারের পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য 'Mountains under Pressure: climate, hunger, migration' (ঝুঁকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পার্বত্য এলাকা বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্টমন্ডিত অঞ্চল। বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পার্বত্য অধিবাসীদের বর্ণিল কৃষ্টি-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ অঞ্চল কেবল বাঙালিদের নয়, বিশ্ববাসীকেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। প্রকৃতির সাথে বসবাস করে পার্বত্য এলাকার জনগণ যেমন জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করছে তেমনি তারা পরিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং পার্বত্য মানুষের টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনের মৌলিক উপাদানসমূহ নিশ্চিত হবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৭' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক- এ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের অঙ্গীকার

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

মানুষের জীবনে পর্বতের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর স্থলভাগের এক চতুর্থাংশেরও বেশী অর্থাৎ ২৭% জায়গা জুড়ে আছে বিস্তৃত পর্বতমালা। এ পর্বতমালা দ্বারা সরাসরি উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা ২২% এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পরোক্ষভাবে পর্বত সংশ্লিষ্ট সম্পদ হতে প্রাপ্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। সমসাময়িক কালে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বৃক্ষরাজি ধ্বংস ইত্যাদি বিভিন্নমুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সত্যিকার অর্থেই প্রকৃতিসৃষ্ট পর্বতমালা আজ নানামুখী নেতিবাচক চাপের ভারে নুব্জ।

পর্বত দিবস পালনের সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। যতদূর জানা যায় ১৮৩৮ সাল থেকে পর্বত দিবস পালিত হয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট হোলিওক কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে হোলিওক পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করে ১৮৩৮ সালের কোন এক দিন। এর পরে স্মিথ কলেজ ১৮৭৭ সালে তাদের কলেজে পর্বত দিবস ঘোষণা করে। জুনিয়েতা কলেজ তাদের পর্বত দিবসের ঘোষণা দেয় ১৮৯৬ সালে। এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্বত দিবস পালনের সাংস্কৃতি চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। জনজীবনে পর্বতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতি বছর ১১ ডিসেম্বরকে 'আর্ন্তজাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। তখন থেকে বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে পঞ্চম বারের মত দিবসটি সরকারীভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Mountains under Pressure : climate, hunger, migration' (ঝুঁকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন)। পর্বত ও পর্বতমালার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিচিত্রমুখী পরিবেশ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানব সম্প্রদায়ের বিচরণ ক্ষেত্র। বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে অত্যন্ত বিশুষ্ক অঞ্চল ও মরু এলাকা এবং নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল ও বরফ আবৃত মেরু অঞ্চলের প্রাণী-সকলের ক্ষেত্রেই পর্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ প্রাণী বৈচিত্র্যের সহায়ক। বিশ্বের অর্ধেক জীব-বৈচিত্র্য পর্বতকে ঘিরেই বিভিন্নভাবে আবর্তিত। প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ, উভচর প্রাণী এবং পক্ষীকুলের আবাস হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল।

আমাদের অনেকের কাছেই নতুন সংবাদ মনে হতে পারে যে সারা বিশ্বের ৮০ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ করছে কুড়িটি উদ্ভিদ প্রজাতি। এর মধ্যে ছয়টির জন্মস্থান ছিল পার্বত্য অঞ্চলে যেমন ভুট্টা, আলু, বার্লি, জোয়ার, টমেটো ও আপেল। এখনকার স্তন্যপায়ী প্রজাতির অনেকগুলোর আদি নিবাস ছিল পার্বত্য এলাকায়। যেমন-ভেড়া, ছাগল, চমরিগাই, লামা, আলপাকা ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পার্বত্য অঞ্চলের বংশানুক্রমিক বহুমুখিতা, সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা ও পরিবেশগত বিচিত্রমুখিতা সমতল এলাকার চেয়ে বেশি। তবে এটি সত্য যে, পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশ পরিস্থিতি ভূমিকম্প, দাবানল, জলবায়ু পরিবর্তন, চাষাবাদজনিত নিবিড়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদি দ্বারা ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে উপদ্রুত। এসবের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের প্রাণীবৈচিত্র্য, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালী বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় ক্রমক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর জীব-বৈচিত্র্য টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে এবং পূর্বাবস্থায় পার্বত্যাঞ্চলের পরিবেশ বৈচিত্র্যের পুনর্বাসন কঠিন হয়ে উঠছে। এরূপ বৈরী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য পার্বত্য জীব-বৈচিত্র্যের সমস্যাসমূহের সমাধানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে "Convention on Biological Diversity" (CBD) এর সদস্যগণ ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, এই সংরক্ষণের প্রয়োজনে কিছু সেবা প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখা। CBD কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অসাম্য, দারিদ্র্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দুরবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় রোধ, পরিবেশ সুরক্ষা, জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলের কল্যাণে সহায়ক হবে।

২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক পার্বত্যাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে মমতার সঙ্গে সংরক্ষণ করা এবং পার্বত্যবাসীর জীবন-যাপনের কল্যাণে, প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক চাপ সমূহকে গ্রহণ ও প্রশমন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যথাসম্ভব অপ্রত্যাশিত অভিপ্রয়াণ রোধ করে অধিবাসীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট চাপকে মোকাবেলা করার কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করার দূনির্বার প্রত্যয়।

লেখক: অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১১ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১১ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৭' উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Mountains under Pressure: climate, hunger, migration' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন। তাদের মানোন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় এক দশমাংশ মানুষ বাস করে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পর্বতমালা, নদ-নদী বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এ অঞ্চলকে করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এ অঞ্চলের উন্নয়ন অপরিহার্য।

আমাদের সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি করেছি। এই চুক্তি এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা পার্বত্যবাসীর জীবন-মানের উন্নয়নে বনায়ন, জীব-বৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ এলাকার জনগণ সম-অংশীদার।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের সকল শান্তিকামী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশে দিবসটি পঞ্চম বারের মত পালনের মাধ্যমে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণ সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যতা, ভেষজ দ্রব্যাদির পর্যাপ্ততা এই অঞ্চলকে বহু মাত্রিকতায় সমৃদ্ধ করেছে। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনধারার ভিন্নতার ফলে পার্বত্যবাসীকে প্রকৃতির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সর্বদা খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করতে হয়।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসকে সামনে রেখে পার্বত্যবাসী তাদের জীবনধারার কল্যাণমুখী পরিবর্তনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। সাথে সাথে সচেতনতার ফলে টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী সংঘাতের অবসান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত নয় বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ তথা অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যা এবারের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-এর প্রতিপাদ্য 'Mountains under Pressure : climate, hunger, migration' (ঝুকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন) -এর সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পার্বত্যবাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পাহাড়ের সঠিক ব্যবহার এবং এখানে বসবাসরত মানুষের জীবনধারা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয় না ঘটিয়ে সকল মানুষের সুষম জীবন বিকাশে এ দিবসটি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭ সফল হোক-এ প্রত্যাশাই করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ ঘোষিত "আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস" পঞ্চমবারের মতো পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের একটি মহতি উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

জাতিসংঘ ২০০২ সালে ১১ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ঘোষণা করে। জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্বের দেশগুলো প্রতিবছর যথাযথভাবে দিবসটি পালন করে আসছে। এবারের পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য- 'Mountains under Pressure : climate, hunger, migration' (ঝুকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। জলবায়ু পরিবর্তন, পার্বত্য অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিবেশ সুরক্ষা ও পূনরুদ্ধার এবং পার্বত্যাঞ্চলের মানব বসতি সুরক্ষার অর্থ পার্বত্য অঞ্চলের সুচারু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য এলাকার জীব-বৈচিত্র্যের জন্য কল্যাণ মুখী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও যুক্ত করাই আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের লক্ষ্য।

এ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অধিকভাবে তুলে ধরে দিবসটি উদ্‌যাপনে পার্বত্যবাসীর জীবনমান বিকাশে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকল পার্বত্যবাসীর উন্নতি-সমৃদ্ধি এবং দিবসটির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

র,আ,ম,উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১২% ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের এক চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে পর্বতময় এলাকায় বসবাস করে। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুপেয় জলের ৫০% এর উৎস পর্বত অঞ্চলে। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা সমতলের চাইতে পার্বত্য এলাকায় বেশী। জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূমিধস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির অপ্রতুলতা, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি নানা কারণে পিছিয়ে পড়া পার্বত্যবাসীর জীবনধারা এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০২ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। চলতি বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Mountains under Pressure : climate, hunger, migration' 'ঝুঁকিতে পার্বত্য অঞ্চল: জলবায়ু, ক্ষুধা, অভিবাসন'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পঞ্চম বারের মত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে দিবসটির উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP), USAID, ব্র্যাক (BRAC), মানুষের জন্যে ফাউন্ডেশন, পদক্ষেপ, কারিতাস, আরন্যক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (ICIMOD), তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ যে সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ঝুঁকির মুখে বিপন্ন পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুধা-দারিদ্র নিরসন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন জনিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের সমবেত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭ সফল হোক এই কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি